দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 18 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

গুলশান অ্যাটাক

শহীদ ইকবাল

বিদ্যাচর্চায় মানবিক মূল্যবোধ হি

কিশোরকালে নিয়মবাঁধা বিবিসি বাংলার খবরে ইরান-ইরাক যুদ্ধের পাশাপাশি আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য নিয়ে ফিচার শোনা যেত। আটের দশকের গোড়ায় প্রায়ই এ বিষয়ক আলোচনা অনেকের মুখে মুখে। জ্ঞানশূন্য তখন আমরা। তবুও এ বিষয়ে বন্ধুদের মধ্যে এক-আধটুকরো খোশগল্প লেগে থাকত। সোভিয়েত সৈন্য যখন প্রত্যাহার হলো, সেদিন বেশ আড়ম্বর। তারপর ইসলামিক সংগঠনগুলোর খবরাখবর বাড়তে থাকল। বেশ মনে আছে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের কথা। তারপর নব্বইয়ের গোড়ায় ইরাক যুদ্ধ। এভাবে যুদ্ধ যুদ্ধ ধ্বনি আর যুদ্ধরত ইসলামিক মিলিট্যান্টদের হতাহতের সংবাদ শুনতে শুনতে অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়। মাঝে মধ্যে পাকিস্তানের সৌন্দর্যমণ্ডিত সোয়াত উপত্যকা কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সে সংবাদ আসে। গজনী, কাবুল, কান্দাহার, ওয়াজিরিস্তান প্রভৃতি ঐতিহাসিক শহর কীভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, সন্ত্রাসের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে, বিনষ্টির করাল গ্রাসে হতবিহ্বল হয়ে পড়ছে– সে সংবাদ প্রতিনিয়ত আসতে থাকে। খবর হয় পাকিস্তানও। তখন আমরা যে বেশ সুখে আছি আর তারা যে দুঃখে আছে– সেটা ধরে নেওয়া যাচ্ছিল। আর এখন মনে হয় এ তো আরও ভয়াবহ! আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের ধারাবাহিক জঙ্গি ক্ষয়ক্ষতির একটা চিহ্নিত সুতো পড়ে গেছে গত ১ জুলাই। কার্যত ১ জুলাইয়ের পর বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন অন্য অর্থ বহন করছে। পাকিস্তান-আফগানিস্তান-সিরিয়া-ইরাকে বহুবার বিদেশি কূটনৈতিক দপ্তরে হামলা হয়েছে। সে দেশগুলোর ব্র্যান্ডও সেভাবেই নির্ধারিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। কিন্তু আমরা তো অন্যরকম ভূগোলের বাসিন্দা! এখানে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র– মৌসুমী বায়ুর দেশ। বৃষ্টিপাতের দেশ। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দেশ। ষড়ঋতুতে এখানে ফুল ফোটে, বায়ু পরিবর্তন হয়, বিচিত্র বর্ণের-ধর্মের-আচারের মানুষ এখানে নানাভাবে ও চিন্তায় বসত করে। কেউ কাউকে আঘাত দেয় না। ধর্ম অনেক কিন্তু দেশ সবার। এই তো চল হয়ে আসছে! 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' রীতিও আছে। কেউ কারো দখলি নয়। কত ভাষা কত সংস্কৃতি এ দেশে– সে জন্যই বাউল-পীর-মুর্শিদ-দরবেশ-ফকির এ দেশে এসেছেন। তাদের আধ্যাত্মদৃষ্টি সৃষ্টিতে তুলে দিয়েছে অপার ঐশ্বর্য। লালন-হাসন-আবদুল করিম বা বিজয় সরকারের গান সবার হয়ে উঠেছে। তাতে ধর্মচর্চায় ছেদ পড়েনি। বাধা আসেনি। তার ভেতর দিয়েই একাত্তরে মুক্তির ঐক্য তৈরি হয়। ভাষার ঐক্য, জাতি হিসেবে বাঙালির ঐক্য, সব শ্রেণির মানুষের ঐক্য ঘটে যায়। এ ঐক্যই লক্ষ্য ছিল। যার মন্ত্র মুক্তি। স্বাধীন ভূখণ্ডে মুক্তি। সর্বধর্মের মানুষই এ ঐক্যের প্রশ্নে অভ্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছেছিল। আগে এমন ঐক্য আর দেখা যায়নি। যখন ঐক্য হলো, তখন রাষ্ট্র ও সংবিধানে তার দায়িত্বও প্রতিষ্ঠিত হলো। মুক্তির আকাঙ্ক্ষার জন্য এ ঐক্য। ফলে আইনের শাসন, বিচারের স্বাধীনতা সবটুকু একটি রাষ্ট্রে নির্ধারিত হয়ে পড়ে। লাল-সবুজের পতাকায় মানবমুক্তির স্বপ্ন গড়ে ওঠে। ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। কেউ প্রশ্নও তোলে না। প্রয়োজনও পড়েনি। অনেকেরই মনে আছে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রিশ্চিয়ান-সাঁওতাল-মগ-চাকমা পাশাপাশি থেকেছে, স্বভাবমতো। কেউ কারো ওপর হামলে পড়েনি, আক্রান্তও হয়নি। পারস্পরিক সহাবস্থান কিংবা খাওয়া-থাকা-গুজব করা কোনোটাতেই সমস্যা ছিল না। কিন্তু কী হলো! আজ কে কোথায়?

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিক আমাদের জীবনে বিপর্যস্ত হয়েছে। চলাফেরায় বাধা এসেছে। মুক্তির পর্যায়গুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বিপরীতে ধর্মের নামে ব্যক্তি-জাতি-সমাজ-গোষ্ঠী-সংঘ আলাদা হয়েছে। পরিবারে পরিবারে ভেদ এসেছে। একে অন্যকে চেনায়-বলায় কিংবা পরিচয়ে পার্থক্য এসেছে। বন্ধুত্ব সুযোগের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। পরিবারও পরিবার থাকছে না। প্রযুক্তির অভিশাপ গ্রাস করেছে। পাশাপাশি ধর্মের নামে জিঘাংসা বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পরাস্ত হয়েছে মানবতা। ছাত্র-শিক্ষককে নৃশংসভাবে খুন করেছে। প্রতিবেশীকে চেনা যায় না। রক্ষণশীলতার বেড়াজালে অসাম্য অনেককেই বঞ্চিত করেছে। দরিদ্র সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্যের সুযোগে ধর্মব্যবসা বেড়েছে। ক্রমাগত গরিব শ্রেণিই নয়, ধনীরাও সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। অবসাদ, ক্লান্তি, প্রাচুর্য, অর্থের অনর্থ, অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা উন্নাসিক প্রজন্ম তৈরি করেছে। শেকড়-অস্তিত্ব অচেনা হয়ে গেছে। নিজ ভাষার চেয়ে পরভাষা হয়েছে আপন। হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনিশ শিখে বাংলা-বাঙালিপনা ভুলে গেছে। সংস্রবও নেই। কারণ ওই অসাম্য। উঁচুস্তরের শ্রেণি তৈরি হয়েছে, সেখানে নিচু পরাস্ত, অপরিচিত। মধ্যিখানে মধ্য শ্রেণি অনিকেতপরায়ণ দোদুল্যমান। এর সুযোগ নিয়েছে ধর্মান্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী। আশি-নব্বইয়ের দশক থেকে যে ধর্মীয় ইউটোপিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে তৈরি হয়েছে তার প্রথম আঘাত মার্কিনিরাই অবলোকন করে, ওয়ান-ইলাভেনে। গ্রেট ম্যাসাকার। সেটি আর কোনো অঞ্চলে থেমে থাকেনি। এমনকি লাদেন হত্যার নামে এই উপমহাদেশে যা হয়েছে– তা ভয়ঙ্কর। কার্যত এই ভয়ঙ্করের ভেতর থেকেই সন্ত্রাসের নবরূপায়ণ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মান্ধ নয়। ধর্মপ্রিয়, ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল। একাধারে তারা অনেকাংশে দরিদ্রও। বিদ্যা, পড়াশোনা, সংস্কৃতিচর্চা, মুক্তচিন্তার চর্চা করা (ধর্মীয় রীতিটা সহজে সমাজের আচরণেই থাকে) সবই বলা চলে প্রথম প্রজন্ম ধরে চলছে। আধুনিকতার চর্চাও করছে প্রথম প্রজন্মই। সেখানে সংস্কার, কুসংস্কার, মূল্যবোধের প্রথা ভাঙা এবং উৎকর্ষ সাধনের জায়গাটা যে খুব শক্ত তা বলা যায় না। ফলে আবেগের বশে কেউ অধিক বিপুবী হয়ে যায়, কেউ বা জঙ্গি (নিবরাস ও তার বন্ধুদের মতো) হতেও আটকায় না। সাধারণত এই সমাজস্তরের ধনীর ছেলেদের ইহজীবনের চাওয়া-পাওয়া ও প্রাচুর্যের অধঃক্ষেপ যখন শেষ হয়ে যায় বা সর্বাধিক পেয়ে যায় তখন তাদের শান্তির জায়গা আর কী বা কোথায় তারা শান্তি খুঁজবে? তখন প্ররোচনায় কিংবা স্বর্গীয় সুধা লাভের সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এ জন্য খুব বেশি শ্রম পড়ে না। প্রাচুর্য থেকেই অনর্থ আসে। 'আফিম' এটি পরিবার বা তাদের নির্ধারিত তেমন বাধা দেয় না। কারণ কী? যে সন্তান নিখোঁজ কোনো পরিবার (শুধু জিডি করা নিয়েও প্রশ্ন আছে) তার জন্য তেমন কিছু তারা জানে, সন্তান ধর্মের কাজে আছে। ধর্মচর্চা আর ধর্মান্ধতা গুলিয়ে ফেলে। ক স্বাধীন দেশে তারা অর্থসম্পদের মালিক তাদের কাছে সহজলভ্য অনেক কিছু। ঘাম, অধ্যবসায় দিয়ে অর্জন করতে হয় নীতিনিয়ম আর জঙ্গি কমিটমেন্ট তাদে পার্থক্য তৈরি করতে পারে না। শুধু হয়তো তাদের একটা ধাক্কা দিয়েছে। সে জঙ্গিবাদকে তারা অন্য অর্থে নিতে পা সরলভাবে বললেও অনেক ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ হবে না। গুলশান অ্যাটাকে আমরা হারিয়ে এই বাংলাদেশকে, তার স্বীয় ঐতিহ্যকে, বিদেশের কাছে অসম্মানিত করেছি। হেয় হয়ে গেছি। পেয়েছি পিছিয়ে পড়া এক থমকে যাওয়া বাংলাদেশকে। আরও ব লোকায়ত লালন, হাসন; ভাওয়াইয়া-ভ সব যেন মিথ্যা পরিগণন পেয়েছে। অথচ সত্য এসবের মধ্যেই ছিল। এখনো আছে। গেছে বিপরীত অন্য কিছু। কিন্তু তার পর অ্যাটাক কিছু বুঝি ফিরিয়েও দিয়েছে। অনেকবার বলেছি, জঙ্গি হামলা বিচ্ছিন্ন বিদেশি বা পুরোহিত, মুসলিম খুন হলেও এখন তা আমলে নেওয়া হচ্ছে, বাধ্য হচ্ছে কিছু করতে। এটা নিয়ে যে কোনো রাষ্ট্র সেটা প্রমাণ করেছে গুলশান অ্যাটাক। ধ

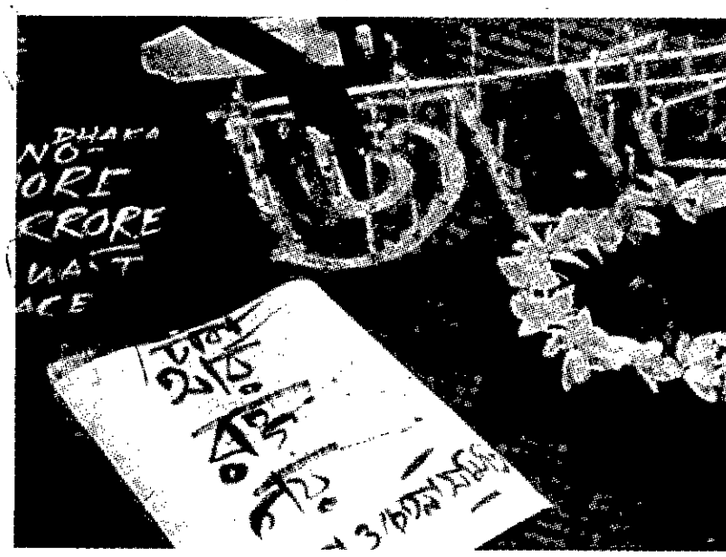

কর খাবার

অবশ্য এ কাজটি করা উচিত পরামর্শে। ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ত স্থানীয়ভাবে ফ্লোরাইডের কাগজের ট্রের মাধ্যমে শিশুর াইড জেল প্রয়োগের ব্যবস্থা

ন 'সি'যুক্ত খাবার গুরুত্বপূর্ণ। স্কার্ভি নামক মাড়িরোগ দেখা ক্ত পড়া, মাড়ি ফুলে যাওয়ার ারে। আমলকী, পেয়ারা ও ন 'সি' আছে প্রচুর। তাই এসব াগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে বার গ্রহণের পাশাপাশি দাঁত জরুরি।

নতার ফলেও হতে পারে রাগ। শর্করা ও মিষ্টিজাতীয় াত ভালোভাবে পরিষ্কার না ক্যারিজ) ও মাড়িরোগ দেখা ছে। তাই দাঁত ও মাড়ির বে পুষ্টিকর খাবার। এর াত পরিষ্কার রাখতে হবে কে দাঁত ও মাড়ি বাঁচাতে।

লেখক : ডেন্টাল স্পেশালিস্ট তায়েফ ডেন্টাল হাসপাতাল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব

গুণ

ঠিক রাখতে সাহায্য করে। ছোঁড়া দ্রুত শুকিয়ে তোলে। য়রিয়া হলে ১০ থেকে ১২টি তা চিবাতে পারেন। শরীরের লাগাবেন। শরীরের কোনো লাপোড়া কমে যাবে। পোড়া পকারী। বীজ শুকিয়ে মিহি করতে এ পাতার অবদান র মধ্যে গোলমরিচ মিশিয়ে করলে খাবারে রুচি বাড়ে।

দূর করতে চোখ ধুয়ে ব্লকাইটিস, ট তৈরিতে

২৪ ঘন্টা সুরক্ষা
Health Insurance